অধ্যায়-০৭

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৭৬
প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ৭৬
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭৭
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ৭৭
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ৭৭
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৭৭
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর ৭৭
কৃষি মন্ত্রণালয় ৭৮
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি ৭৮
ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র ৭৮
বারটান ৭৮
ভূমি মন্ত্রণালয় ৭৯
শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ৭৯
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৭৯
ডায়াবেটিস হাসপাতাল ৭৯
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৮০
পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতায় এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ ৮০
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮০
জয়িতা ৮০
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮০
পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় ৮০

গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন সহায়ক জীবনমান উন্নয়নের মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে এলজিইডি। দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার সুফল আজ দৃশ্যমান। সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির সক্ষমতা অনেক বেড়েছে। প্রতিবছর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিক সাফল্যে এলজিইডি নিজস্ব মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আস্থা অর্জন করেছে। ফলে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি সেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করছে। এলজিইডির অন্যান্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কাজের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। আর তাই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)। এলজিইডি এসব কাজ বাস্তবায়ন করছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে প্রয়োজনভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ। দেশের চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, হাওর, চা-বাগানসহ দুর্গম ও শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকা এবং শহরের চ্যালেঞ্জিং এলাকায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ছাড়াও অন্যান্য চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ উপাঙ্গের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি।

১৯৯০ সাল থেকে এলজিইডি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে কাজ করে আসছে। শিক্ষা উন্নয়ন অবকাঠামো সুষ্ঠু ও মানসম্পন্নভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিইআইএমইউ) স্থাপন করা হয়েছে। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এবং একজন তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলীর ব্যবস্থাপনায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ৪০ জন আঞ্চলিক নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে এসব কাজ পরিদর্শন করে থাকেন। বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ মাঠপর্যায়ে চলমান কাজের সার্বিক সমন্বয়, পরিদর্শন ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সদর দপ্তর ও জেলায় স্থাপিত এলজিইডির আধুনিক মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে নির্মাণের প্রতিটি ধাপে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়।

মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত এসকল কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)-এর প্রতিনিধি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)-র সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা শিক্ষা কমিটি সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১২,৭২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ এবং ১,৭৪২টি বিদ্যালয় মেরামত, ৬৩০টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ১২৭টি ইউআরসি সম্প্রসারণ/মেরামত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি এ পর্যন্ত বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে মোট ৩৫টি কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সঠিক ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তুলে ধরার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প' হাতে নিয়েছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের সবগুলো জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ৩৬০টি ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা হবে। নির্মিত অবকাঠামোর সঙ্গে ওই স্থানের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকবে। ইতোমধ্যে ৩১৬টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যার মধ্যে ১৫২টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৬৪টির নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭২টি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ/জাদুঘরের নির্মাণ শেষ হয়েছে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে।

পাঁচতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হচ্ছে। ভবনের নিচতলা এবং দ্বিতীয়তলায় বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রতি তলায় ৬টি করে মোট ১২টি দোকান থাকবে। তৃতীয়তলায় সামাজিক ব্যবহারের জন্য হল রুম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস এবং লাইব্রেরি কাম মিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থাকবে। দোকান, হল রুম ও ছাদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া হবে, যা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিজস্ব আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। ইতোমধ্যে ৪৭০টি উপজেলায় কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪০০টি ভবন নির্মাণ শেষ করা হয়েছে এবং ২৮টির নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৯টির নির্মাণ শেষ হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

গাজীপুরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তরের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক এর এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কটি গাজীপুর সদর ও শ্রীপুর উপজেলায় অবস্থিত। সাফারি পার্কটি দেশি-বিদেশি বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ ও বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পর্যটন, শিক্ষা, গবেষণা, চিত্তবিনোদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। সারাদেশে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণে ব্যাপক গণসচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্কটি উন্নয়ন করা হচ্ছে। গৃহীত প্রকল্পের আওতায় পার্কে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ও যানজট নিরসনে এপ্রোচ সড়ক, পার্কের বাইরে সিকিউরিটি সড়ক, ৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের ২টি সেতু এবং পার্কের অভ্যন্তরে এইচবিবি সড়ক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত শতকরা ৫০ ভাগ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং একাডেমির সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভৌত অবকাঠামো সমূহ– ডিজি বাংলো, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ডরমিটরি, ক্যাফেটেরিয়া এক্সটেনশন, মেডিকেল সেন্টার, ডে-কেয়ার সেন্টার, গেষ্ট হাউজ, অফিসার্স ডরমিটরি ভবন, সড়ক ও ড্রেন নির্মাণসহ পুরনো ভবন মেরামত এর দায়িত্ব পালন করছে এলজিইডি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শতভাগ ভৌত অগ্রগতি অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। জাতীয় অগ্রগতির সঙ্গে রয়েছে কৃষির নিবিড় সম্পর্ক। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের উন্নত সেবা বিশেষত প্রশিক্ষণ, কৃষি সংশ্লিষ্ট আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতিকরণ, কৃষি সম্পর্কিত সমস্যার দ্রুত সমাধান ও পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবাকেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ২১টি জেলার ২৪টি উপজেলায় চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট তিনতলা ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শতকরা শতভাগ ভৌত অগ্রগতি অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

বারটান

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বোর্ড (বাফমাউব) জনগণের পুষ্টি অবস্থা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সাল থেকে কাজ করছে। এর অন্যতম দায়িত্ব খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন এ সংস্থাটির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন–২০১২' পাশ করে। একই সঙ্গে বারটান এর প্রধান কার্যালয় ও ৭টি বিভাগের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের আওতায় বারটান প্রধান কার্যালয়, গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও বিভাগীয় আঞ্চলিককেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের দায়িত্ব এলজিইডিকে দেওয়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় বারটান এর প্রধান কার্যালয় নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, নেত্রকোণা এবং ঝিনাইদহ জেলায় অবশিষ্ট ৭টি বিভাগের আঞ্চলিককেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শতভাগ ভৌত অগ্রগতি অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস

ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ও জনসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি অফিস নির্মাণের মাধ্যমে টেকসই, আধুনিক ও কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত উন্নত সেবা প্রদান এবং ভূমি অফিসের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্নত ভৌত সুবিধা প্রদান করা। একই সঙ্গে ভূমি অফিসসমূহে কর্মরত জনবলের পেশাগত ও আইটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি। পার্বত্য তিনটি জেলা বাদে দেশের অন্য ৬১ জেলার মহানগর, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৩,১০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। প্রথম পর্যায়ে সমতল এলাকায় ৮৯৮টি এবং হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় ১০০টি ভূমি অফিস নির্মিত হবে। সমতল এলাকায় দুইতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১,০৬৮ বর্গফুটের একতলা ভবন এবং হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় তিনতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১,৩০৭ বর্গফুটের দুইতলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫৪০টি ভূমি অফিসের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডায়াবেটিস হাসপাতাল

বাংলাদেশের প্রায় পৌনে এক কোটি মানুষ ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। বিশ্বে প্রতিবছর ৩ লক্ষাধিক ডায়াবেটিক রোগী শনাক্ত হচ্ছে। এদেশে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী ডায়াবেটিক ঝুঁকিতে রয়েছে। গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর হার বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। এ বাস্তবতায় দেশের ডায়াবেটিক সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে দেশের ৮টি জেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে। এই নির্মাণে বাংলাদেশ সরকার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ এবং সমিতি ৩০-২০ ভাগ অর্থায়ন করছে। ডায়াবেটিক সমিতিগুলো কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ দুস্থ, অবহেলিত ও দরিদ্র রোগীর মধ্যে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস চিকিৎসা দেবে। এলজিইডি সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা, মাগুরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুমিল্লা এবং সুনামগঞ্জ জেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মাণ করছে। ছয়তলা থেকে নয়তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের বর্তমানে তিনতলা থেকে সাততলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলছে। ইতোমধ্যে নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর ও নেত্রকোণা জেলার ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত মাগুরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুমিল্লা ও সুনামগঞ্জ জেলার ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি শতকরা ৭৫ ভাগ।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতায় এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন অঙ্গের কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এলজিইডি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় ৬টি এবং শরিয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলায় ২টি এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ছিল। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শরিয়তপুর জেলার ২টি সড়কের কাজ শতভাগ সম্পন্নের মধ্য দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মুন্সিগঞ্জ জেলার ৬টি সড়কের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জয়িতা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী উদ্যোগ (জয়িতা-বান্দরবান)' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় বান্দরবান জেলা শহরে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন, দৈনন্দিন চাহিদার আলোকে সামগ্রী সংগ্রহ ও বিপণন এবং বাজারজাতকরণে নারী উদ্যোক্তাবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন করে সেবা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিকে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপণী কেন্দ্র (জয়িতা-কালীগঞ্জ) শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় কালীগঞ্জ উপজেলা শহরে নারীদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার পাশাপাশি ব্যবসার পুঁজি ও বিনিয়োগ সৃষ্টি, নারীবান্ধব পরিবেশ, নারী উদ্যোক্তাবান্ধব অবকাঠামোর উন্নয়ন করে সেবা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মার্কেটের মধ্যবর্তী স্থান ও সম্মুখভাগের সৌন্দর্যবর্ধন কাজ করা হচ্ছে। এলজিইডি এ কাজ বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বান্দরবানের অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হয়েছে। গাজীপুরে কাজের ভৌত অগ্রগতি শতকরা ৯০ ভাগ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)

পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট) এর আওতায় তিনটি পার্বত্য জেলায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক এবং সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ প্রকল্পটি এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে। পার্বত্য অঞ্চলের পল্লি এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় শিক্ষার্থীরা সহজে স্কুলে যাতায়াত করতে পারবে। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি সহজতর হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুমূর্ষ রোগী দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আসতে পারবে। পর্যটকদের যাতায়াতও সহজতর হবে। প্রকল্পের আওতায় ৮৪.৩৮ কিলোমিটার সড়ক ও ৩৯টি বড় সেতু নির্মাণ, ২০০ মিটার নদীর পাড় সুরক্ষা এবং তিন পার্বত্য জেলায় এলজিইডির অফিস ভবন সম্প্রসারণ নির্ধারিত ছিল। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শতভাগ ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

অধ্যায়-০৮

এলজিইডির বিশেষ কার্যক্রম

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম	৮২
পার্বত্য অঞ্চল	৮৩
হাওর অঞ্চল	৮৪
ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)	৮৫
জলমহাল ব্যবস্থাপনা	৮৬
মাটির কিল্লা	৮৭
ডুবো সড়ক	৮৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম	৮৯
এমডিএসপি	৮৯
সিটিইআইপি	৮৯
ইএমসিআরপি	৮৯
বরেন্দ্র অঞ্চল	৯০
বিলুপ্ত ছিটমহল উন্নয়ন	৯০
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল	৯১
দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি	৯২

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানে যেমন সমতলভূমি রয়েছে তেমনি রয়েছে পাহাড়, বরেন্দ্র ভূমি, বিস্তীর্ণ হাওর এবং বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষে উপকূলীয় অঞ্চল। অঞ্চলভেদে মানুষের জীবনাচরণ ও জীবিকার মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য, জীবনমানেও রয়েছে ভিন্নতা। এলজিইডি সমগ্র বাংলাদেশে পল্লি অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকে। এসব অবকাঠামো নির্মাণের মূল লক্ষ্য মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। এক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান পরিকল্পনার আলোকে যে এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট এবং চাহিদাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদাও বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এলজিইডি বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সেদেশে সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গণপ্রস্থান পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি সংকটগুলোর মধ্যে অন্যতম। কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় সবচেয়ে বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই সংখ্যা স্থানীয় জনগণের তুলনায় প্রায় তিনগুন।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সহজ করা ও স্থানীয় জনগণের জীবনমান ধরে রাখতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সরকার। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টিসেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)' এবং এডিবির সহায়তায় 'বাংলাদেশ: জরুরি সহায়তা প্রকল্প'। এলজিইডি অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করছে।

ইএমসিআরপি প্রকল্পের আওতায় ২৩টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ৬টি হাট-বাজার উন্নয়ন, ১টি রিলিফ বিতরণ ও পরিচালনা কেন্দ্র, ৩০টি বহুমুখি কমিউনিটি সেবা কেন্দ্র, ৯টি অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র রাখার মজুদ ঘর ও স্যাটেলাইট কেন্দ্র এবং ১টি মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের রিনোভেশনসহ সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়াও ২৪৬ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন ও নতুন সড়কসহ ৪৫০ মিটার সেতু ও ৩৫০ মিটার কালভার্ট, ২,০০০ মিটার সড়কের পার্শ্বে ড্রেণ নির্মাণ এবং বন্ধ ছড়া পরিষ্কার ও খাল খননেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিকল্পনার কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ১৫টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, ৫ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন, রিলিফ বিতরণ ও পরিচালনা কেন্দ্র এবং সড়কের পাশে ড্রেন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ১৩.১৯ ভাগ ও ১০.১৯ ভাগ। এছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯৯ ভাগ ও ৯৭.৬০ ভাগ অর্জিত হয়েছে

এডিবির সহায়তা প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি অংশে রয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ ও ক্যাম্পের সাথে সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার ও খাবার বিতরণ কেন্দ্র নির্মাণ, পাহাড়ের পার্শ্বঢাল সুরক্ষা ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জন্য উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মজবুত ও প্রশস্তকরণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১৫টি স্কীমের মধ্যে ৬টির বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চল

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার আয়তন ১৩ হাজার বর্গকিলোমিটারের কিছু বেশি, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ১৫ লক্ষাধিক। বৈচিত্রপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের এ এলাকার শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ অধিবাসীই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর। এ অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার দেশের জাতীয় গড় দারিদ্র্যের হারের চেয়ে বেশি। অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢল, ভূমিধস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে এসব দুর্গম জনপদে আয়-রোজগার, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ অনেক সীমিত। এছাড়াও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে লোকালয়গুলো অনেক পিছিয়ে আছে।

দেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জলবায়ু ও ভৌগলিক কারণে এলাকার মানুষ সাধারণত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। টেকসই অবকাঠামোর অভাব চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। অপর্যাপ্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কৃষিপণ্য পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ অত্যন্ত দুরূহ। দুর্গম পাহাড়ি পথে যাতায়াত ব্যয়বহুল হওয়ায় অকৃষি খাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত।

এই প্রেক্ষাপটে এলজিইডি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে দুটি এলজিইডির নিজস্ব প্রকল্প এবং একটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের। প্রকল্পগুলি হচ্ছে যথাক্রমে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পার্বত্য চট্টগ্রাম-২য় পর্যায়; তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)। এসব প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, গ্রাম সড়ক উন্নয়ন ও সড়কের সুরক্ষা এবং সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার মোট ২৬টি উপজেলায় নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। ফলে যাতায়াতে সময় ও খরচ কমবে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত দুর্গম এই অঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজতর হবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্রুত চলাচল সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে। একই সঙ্গে এই জনপদের অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে।

তিনটি প্রকল্পের মধ্যে তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। অন্য দুটি প্রকল্প ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে।

সমাপ্তকৃত প্রকল্প দুটির আওতায় মোট ২৯৩.০২ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন, ৪,৩৮০.৬০ মিটার সেতু ও ৭৬৯.৭০ মিটার কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। সড়ক ও কালভার্ট মেরামত করা হয়েছে ৭৩.৫৭ কি.মি.। ৫০০ মিটার সড়ক এবং ২০০ মিটার নদীর পাড় সুরক্ষার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও এলজিইডির ৩টি সম্প্রসারিত অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলমান একটি প্রকল্পের আওতায় ৯২.৭৮ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন, ১,৮৯৬ মিটার সেতু ও ১৫৮.৫৫ মিটার কালভার্ট নির্মাণ এবং ৪১.২৮ কি.মি. সড়ক প্রতিরক্ষার কাজ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে– সড়ক উন্নয়ন : ৩৬৭.৩৫ কি.মি.
সেতু : ২,৫০০ মিটার
কালভার্ট নির্মাণ : ২৩৬.৫৫ মিটার
সড়ক প্রতিরক্ষা : ৪৪.৭২ কি.মি.।

হাওর অঞ্চল

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে ছোট বড় অনেক হাওর। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে হাওর অঞ্চলের প্রায় ৮,৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয়। বছরের প্রায় সাত মাস এসব এলাকা জলমগ্ন থাকে। হাওর এলাকায় বিপুল পরিমাণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। প্রায়শই আগাম বন্যায় ঘরে তোলার আগেই ফসল পানিতে তলিয়ে যায়। এতে স্থানীয় কৃষকদের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি জীবনযাপন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।

হাওরে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। কৃষি বিশেষ করে ধান ও মৎস্য সম্পদের একটি বড় অংশের যোগান আসে এই হাওর থেকে। প্রকৃতিগত কারণে হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম সাধারণ এলাকার থেকে আলাদা। অবকাঠামো উন্নয়নে এখানে রয়েছে নানা রকম চ্যালেঞ্জ। নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যেও হাওর এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা ও জীবনমান উন্নয়নে এলজিইডি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে এলজিইডি দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্প দুটি হচ্ছে ইফাদ সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং জাইকা সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এইচএফএমএলআইপি)।

কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৩টি উপজেলায় প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে– হাওর অঞ্চলে ডুবো সড়ক, সেতু/কালভার্ট, গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ও মার্কেট কালেকশন সেন্টার, বোট ল্যান্ডিং ঘাট, সেচ অবকাঠামো, মাটির কিল্লারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও গ্রাম, বাজার ও রাস্তার পাড় বা ঢাল প্রতিরক্ষা, সড়ক অবকাঠামো মেরামত, মৎস চাষ, বিলে মৎস অভয়াশ্রম ও জলজবৃক্ষ রোপন, বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে হিলিপ-এর আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ১০০ এবং ৯৯.৫৯ ভাগ। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯০ এবং ৮২.৬৪ ভাগ।

এবং এইচএফএমএলআইপি-এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ১০০ এবং ৯৯.৮৪ ভাগ। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৮৩ এবং ৮২.৮২ ভাগ।

ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)

হাওর অঞ্চলের জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনে গত জুলাই ২০১৪ থেকে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর সহযোগী প্রকল্প হিসেবে ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে অবস্থিত নেত্রকোণা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ে, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হাওরের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপের মত ছোট ছোট গ্রামকে বর্ষায় হাওরের প্রবল ঢেউয়ের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য ক্যালিপের আওতায় গ্রাম সুরক্ষা দেওয়াল, শুকনো মৌসুমে হাওর এলাকার বিস্তীর্ণ পথে চলাচলের জন্য ডুবো সড়ক এবং আগাম বৃষ্টির পানি থেকে ফসল রক্ষার জন্য মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে গ্রামীণ অভ্যন্তরীণ সড়ক, আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন, জলমহালের পাড়ের সুরক্ষা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক ঢালের সুরক্ষায় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এসব সুরক্ষা কাজে পরিবেশবান্ধব ভার্টিবার ও ব্লক ব্যবহার করা হয়। সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে ক্যালিপ।

কৃষি ও অকৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার জন্য ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে ক্যালিপ। এ কার্যক্রমের আওতায় আগাম বন্যার হাত থেকে হাওরের ফসল ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোধে আগাম বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। দরিদ্র নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এই প্রকল্পটির আওতায় ১৭৫টি প্রাকৃতিক উপায়ে গ্রাম প্রতিরক্ষা কাজের লক্ষ্যমাত্রায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ২৭টিসহ এ পর্যন্ত ১৪৫টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩০টির কাজ চলমান রয়েছে। ২২০টি ভিলেজ ইন্টারনাল সার্ভিসের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৩টিসহ এ পর্যন্ত ১৯৫টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এবং ৫টির কাজ চলমান রয়েছে। নির্ধারিত ২৮টি মাটির কিল্লার মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭টিসহ এ পর্যন্ত ২৫টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩টির কাজ চলমান রয়েছে। বিলের পাড় প্রতিরক্ষার কাজে ৫০টির মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩টিসহ ১১টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩৯টির কাজ চলমান রয়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে ৬০ কি.মি. রাস্তার ঢাল প্রতিরক্ষার কাজের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৯টি কি.মি.সহ এ পর্যন্ত ৪০ কি.মি. প্রতিরক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গ্রাম বনায়ন প্রশিক্ষণের ২,৯৮৭ ব্যাচের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৩টি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে এ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ৪৫০টি ব্যাচের ভোকেশনাল (দর্জি, নারী গাড়ি চালক, ওয়েলডিং, প্লামবিং, হাউজ ওয়ারিং, মটর সাইকেল; মোবাইল ও পানির পাম্প রিপিয়ারিং) প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭০টি ব্যাচের প্রশিক্ষণসহ এ যাবৎ ৪৪২টি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ৫০৪টি ব্যাচকে পুকুরে মাছ চাষ এবং ৩৭৮টি ব্যাচকে এ্যাডভান্স ইম্প্রুভমেন্ট (পাট, বাঁশ, নকশি কাঁথা, ব্লক-বাটিক, কারচুপি কারুপণ্য) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা

দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাওরে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। হাওর এলাকার কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ২৬৮টি জলমহালে এ কার্যক্রম চলছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ১৯৯টি জলমহাল স্থানীয় মৎস্যজীবীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বিল ইউজার গ্রুপ (বিইউজি) গঠন করে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ পর্যন্ত গঠিত বিইউজির মোট সদস্য সংখ্যা ৮,৭৪৫ জন, যার মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ২,১৫৪ জন নারী। বিল ইউজার গ্রুপ এ যাবৎ এসব জলমহালের ইজারা বাবদ প্রায় ৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। উন্নয়ন সংযোগী সংস্থা জাইকার অর্থায়নে এলজিইডির হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং ইফাদের সহায়তায় হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্প দুটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৫৫টি বিল এবং ১৭৫ কিলোমিটার বিল সংযোগ খাল খনন করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্পজীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ২,৯৪৭ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন বিইউজি সদস্যরা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। প্রকল্প এলাকায় মৎস্য আইন বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৪৯.৪০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিইউজি সদস্যগণ মৎস্য আইন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। জলমহল থেকে এ যাবৎ সর্বমোট প্রায় ১,২৪১ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা। মজুরি হিসেবে মৎস্যজীবীগণ প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। লভ্যাংশ হিসেবে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে প্রায় ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা।

সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নে জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহালগুলোতে খনন কাজ, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, হিজল-করচ গাছ লাগানো হচ্ছে। এতে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত হচ্ছে এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরিদ্র্য মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচনে এ কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর আওতায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ৮৪টি বিলে অভয়াশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা, বিল স্কিনিং, রিসোর্স ম্যাপিং, খাঁচায় মাছ চাষ, আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ, দাউদকান্দি মডেল অনুশীলনসহ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাটির কিল্লা

হাওর অঞ্চলে বোরো মৌসুমে প্রায় আগাম বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের কারণে এ অঞ্চলের মাটির রাস্তাগুলো ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বৃষ্টিপাত হলেও নৌযান চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকে না। পরিবহন সমস্যার কারণে কৃষকেরা সহজে ক্ষেত থেকে ধান সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে পাকা ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন (হিলিপ) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কিত কার্যক্রম 'ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)' এর আওতায় মাটির কিল্লা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

হাওরের মধ্যে কোনো সুবিধাজনক স্থান (যেমন- খাসজমি অথবা কৃষকের স্বেচ্ছাদানের জমি) সর্বোচ্চ বন্যাসীমার নিচ পর্যন্ত মাটি ভরাট করে উঁচু করা হয়। কৃষকেরা এসব উঁচু স্থানে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও মজুদ করেন। পরবর্তীতে পানি বেড়ে নৌযান চলাচলের উপযোগী হলে উৎপাদিত ফসল সুবিধাজনক স্থানে পরিবহন করা হয়। নির্মিত এসব উঁচু স্থান কিল্লা নামে পরিচিত। নবনির্মিত কিল্লা হাওর অঞ্চলে ফসলের সুরক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখছে।

বর্ষাকালে কিল্লাগুলো পুরোপুরি পানির নিচে ডুবে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে জেগে ওঠে। পানির নিচে ডুবে থাকায় বর্ষাকালে হাওরের ঢেউয়ে কিল্লার কোনো ক্ষতি হয় না। আশেপাশের ছোট ছোট উদ্ভিদ কিল্লাকে ভাঙন থেকে রক্ষা করে। কিল্লাতে গরু ছাগলও রাখা যায়। উঠতি ফসল সুরক্ষায় কিল্লার কার্যকারিতা আজ দৃশ্যমান। ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় কেবল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে নির্মিত বগির কিল্লায় ১২৫ মেট্রিক টন ধান সংরক্ষণ ও মাড়াই করা সম্ভব হয়েছে। কিল্লার উপকারিতা প্রমাণিত হওয়ায় হাওর অঞ্চলে নির্ধারিত ২০টি কিল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা সংশোধন করে ২৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে। যার মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭টি মাটির কিল্লাসহ এ পর্যন্ত ২৫টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এবং অবশিষ্ট ৩টি কিল্লার কাজ চলমান রয়েছে।

ডুবো সড়ক

শুধু বসতভিটার উঁচু জায়গা ছাড়া হাওর অঞ্চল বছরের ছয়-সাত মাস পানিতে ডুবে থাকে। এ সময় চলাচল করতে হয় নৌকায়। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে যখন পানি থাকে না তখন সার্বিক যোগাযোগ হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। জনজীবনে আসে স্থবিরতা। এতে করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে এলজিইডি ডুবো সড়ক নির্মাণ করছে। এসব ডুবো সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আরসিসি নির্মিত এসব ডুবো সড়ক হাওরের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ডুবো সড়ক ব্যবহার করে কৃষকরা হাওরের ধান ঘরে তুলছে পারছেন। খরচও আগের চেয়ে অনেক কমেছে, কমেছে ফসলের ক্ষতি।

ডুবো সড়ক হাওরবাসীর যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এ পথ ধরে তাদের জীবন বদলে যেতে শুরু করেছে। হাওরের পানি সরে গেলেই এসব ডুবো সড়ক এনে দিচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন গতি। ডুবো সড়ক শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীর যোগাযোগের অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। সহজেই উপজেলা ও জেলা সদরে যেতে পারছেন। যেতে পারছেন দূরের গন্তব্যে। এলজিইডির হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার ৪৩টি উপজেলার হাওর এলাকায় ডুবো সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত এলাকায় ১,০৪১ কি.মি. ডুবো সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ১০৪.১৩ কি.মি. ডুবো সড়কসহ এ পর্যন্ত ৮২৬.৭৪ কি.মি. কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ৮০.৫১ কি.মি. সড়কে কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া ১৩৩.৭৫ কি.মি. নতুন ডুবো সড়ক নির্মাণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীণ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে এসডিজি -এর পরিবেশগত সুরক্ষা অংশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অঙ্গীকারেরও প্রতিফলন ঘটেছে। ২০০৭ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে কয়েকশত প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার (ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র) নির্মাণ করা হয়েছে এবং এখনও কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এলজিইডি বর্তমানে ৩টি প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে– বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি), উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (সিটিইআইপি) এবং জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)।

এমডিএসপি

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় পল্লি এলাকার জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৫৬টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ চলছে। জেলাগুলো হচ্ছে– বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ৪৩৮.৯০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও ১,১০০ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ১৩৫টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৩৫০টির মেরামত কাজ শেষ হয়েছে। ৩৩ কি.মি. সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব সাইক্লোন শেল্টার বছরজুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন– সরকারের ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশুদের টিকাদান, বিবাহের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজনের স্থান, বিরূপ প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় ঈদের নামাজ আদায় ইত্যাদিতেও ব্যবহৃত হবে।

সিটিইআইপি

উপকূলীয় শহর অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের জানমাল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে রক্ষার জন্য পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সিটিইআইপি)–এর আওতায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় ১০টি পৌরসভায় ২২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ করা হচ্ছে। পৌরসভাগুলো হচ্ছে, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, আমতলি, গলাচিপা, বরগুনা, ভোলা, দৌলতখান, কলাপাড়া, পটুয়াখালি ও বাগেরহাট। এ পর্যন্ত ২১টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আমফান এবং ২০১৯ সালের নভেম্বরে উপকূলীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সময় বিপুল সংখ্যক পৌরবাসী এসব কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ইএমসিআরপি

২০১৭ সালের আগস্টে মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জীবন রক্ষা এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থিক সহায়তায় ' জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি) বাস্তবায়ন করছে। ইএমসিআরপির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসী ও রোহিঙ্গাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এজন্য ২৩টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এরমধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৫টি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও আশ্রয় কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে।

বরেন্দ্র অঞ্চল

বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি খরাপ্রবণ এলাকা। এ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পানির সংকট প্রকট থাকায় একসময় এখানে একটি মাত্র ফসল হতো। মাটির গঠন ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের গভীরতার কারণে প্রচলিত গভীর নলকূপ দ্বারা সেচ কাজ সম্ভব ছিল না। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বিশ্বব্যাংকের একটি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বিশেষ ধরনের গভীর নলকূপ উদ্ভাবন করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে সমগ্র বরেন্দ্র এলাকা অর্থাৎ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নঁওগা জেলার ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতিবছর পানির স্তর নিচে নেমে যেতে থাকে। এ বাস্তবতায় ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে এলজিইডি বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে পাইপের মাধ্যমে উৎস থেকে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। এর আওতায় বরেন্দ্র এলাকার তিনটি জেলা ছাড়াও সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় খাল খনন, কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট (ক্যাড), ফ্ল্যাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ (এফসিডি) ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরেন্দ্র অঞ্চলে ১৩টি বিদ্যমান উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২৮টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৫টি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে।

বিলুপ্ত ছিটমহল উন্নয়ন

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতের ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশে অভ্যন্তরে থেকে যায়। ২০১৫ সালে ৩১ জুলাই ছিটমহল বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহলগুলো বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত এবং ভারতের অন্তর্গত বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো ভারতীয় সীমানাভুক্ত হয়। দীর্ঘ ৪৪ বছর ছিটমহলের অধিবাসীরা বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত ছিল। ছিটমহলবাসীর নাগরিক সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিটমহলের অবকাঠামোসমূহ উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ছিটমহলভুক্ত জেলাসমূহ হচ্ছে পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী। প্রকল্পটি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩০ জুন সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর জন্য ২৫৮.১৭ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন ও ৬১১.৬৩ মিটার সেতু নির্মাণ, ৫টি গ্রোথ সেন্টার/মার্কেট, ২৪টি মসজিদ, ৬টি কমিউনিটি সেন্টার, ৯টি মন্দির, ৬টি ঘাটলা ও ৪টি শ্মশান ঘাট নির্মাণ এবং ৪টি কবর স্থান উন্নয়ন ও ৩.০৫ কি.মি. খাল খনন করা হয়েছে। এ সকল অবকাঠামো উন্নয়নে মোট ২২১.০৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিত ছিটমহলবাসীর সরাসরি অংশগ্রহণে এসব অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা তাদের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এলজিইডির এসব কর্মকাণ্ড বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে, বদলে যেতে শুরু করেছে জীবনজীবিকা।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শুরু থেকেই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। গত শতাব্দির আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারী-পুরুষদের কীভাবে গ্রামীণ অবাকাঠামো উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা যায় তা নিয়ে তৎকালীন নিবিড় পল্লিপূর্ত কর্মসূচি থেকে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়।

প্রচলিত প্রদ্ধতিতে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হতো। এছাড়া দুস্থ নারীদের কাজের সুযোগও ছিল সীমিত। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে মধ্যস্বত্ত্বভোগী বিলোপ ও শ্রমিকদের সরাসরি কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল বা এলসিএস ধারণার উদ্ভব হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু মাটির রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণেও এলসিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দরিদ্র পুরুষ বা দুস্থ নারী অথবা নারী-পুরুষদের দ্বারা দল গঠন করা হয়। এলসিএস পদ্ধতিতে প্রতিটি দলে নির্বাচিত একজন দলনেতা ও একজন সদস্য সচিব থাকে। প্রতিটি দলের জন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হয়। এলজিইডির কাজ বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে এলসিএস দলের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কাজ বাস্তবায়নের শুরুতে অনুমোদিত প্রাক্কলনের একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রথম কিস্তি হিসেবে অগ্রিম এবং কাজ চলমান অবস্থায় পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কিস্তি হিসেবে এলসিএস দলের অ্যাকাউন্টে জমা হয়। কাজ শেষে চূড়ান্ত পরিমাপের ভিত্তিতে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করা হয়। এ পদ্ধতিতে এলসিএস দলের সদস্যরা একদিকে যেমন শ্রমিক হিসেবে মজুরি পায় একই সঙ্গে সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশও পেয়ে থাকে।

কিছু কিছু প্রকল্পে নারী এলসিএস সদস্যদের দ্বারা গ্রামীণ হাট-বাজারে মহিলা মার্কেট সেকশন নির্মাণ করে তাদের মধ্যে দোকান বরাদ্দ দেওয়া হয়। এলসিএস দলের সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে কাজের শেষে প্রাপ্ত মজুরি এবং লাভের অংশ দিয়ে সুবিধামত ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটীর শিল্প, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, টেইলারিং ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৬,৩৫০ জনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যার মধ্যে পুরুষ ১৬,৮৪৯ জন এবং ৫৯,৫০১ জন।

দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতি)

বাংলাদেশের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ উত্তর-মধ্যাঞ্চলের মানুষের জীবনজীবিকা আবর্তিত হয় তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ ঘিরে। বর্ষা এলেই ভাঙে নদী, সেই সঙ্গে ভাঙে মানুষের স্বপ্ন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে উন্নয়ন সহযোগী ইফাদ ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার চরবেষ্টিত ২৫টি বন্যাপ্রবণ উপজেলায় অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য জলবায়ু পরিবর্তন অর্থাৎ বন্যা প্রস্তুতি গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো যেমন গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ, হাটবাজার, বিদ্যালয় কাম বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং জলবায়ু অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামোর ডিজাইন ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ।

বাংলাদেশের চরাঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের সাথে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন সরাসরি সম্পৃক্ত। দুস্থ নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করে তাদেরকে চুক্তি প্রদান এলজিইডির একটি কার্যকর উদ্ভাবনী পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। প্রভাতী প্রকল্পের আওতায় ১৩৫টি বাজার নির্মাণে প্রায় ৪ হাজার দুস্থ নারী ও পুরুষের ১৮ মাসের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। হাটবাজার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ৩৫টি বাজারে উইমেন্স মার্কেট সেকশন নির্মাণ করা হবে, যা সুনির্দিষ্টভাবে ওই অঞ্চলের দুস্থ দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর একাংশকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করবে।

প্রকল্পের আওতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪ লক্ষাধিক মানুষ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজারের সুবিধা পাবে। একইসঙ্গে ৩০ হাজার উপকারভোগী ভোকেশনাল ট্রেনিং এবং ১৫ হাজার উপকারভোগী চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হওয়ার সুযোগ পাবে। বিশেষ উদ্যোগে কোভিড-১৯ কালীন প্রায় ৪ হাজার কর্মচ্যুত ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩,৯৩৯ জন এলসিএস সদস্য বাজার অবকাঠামো নির্মাণ ও সড়ক মেরামতের কাজে নিয়োজিত আছেন, যার মধ্যে ২,৪৮১ জন নারী। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী তাদের উপার্জিত আয়ের সফল বিনিয়োগের মাধ্যমে সাবলম্বী জীবন গড়ে তুলেছেন। প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০ হাজার গরীব যুবকের জন্য উপযোগী কারিগরী প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৫২০ জনের কারিগরী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৭০০ জনকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫ লক্ষ পরিবার আগাম বন্যা সর্তক বার্তার মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৮৫.৪৭ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন ও ১টি মার্কেট নির্মাণসহ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১১৭.৪০ কি.মি. সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

অধ্যায়-০৯

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি	৯৪
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম	৯৪
জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা	৯৫
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প: জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	৯৫
দিবাযত্ন কেন্দ্র	৯৫
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন	৯৬
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২১	৯৭
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর	৯৮
নগর উন্নয়ন সেক্টর	১০০
পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	১০২
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২১	১০৪
প্রকল্পের নাম	১০৬

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি

নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের শুরু। ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে । একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পেও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে উন্নয়ন কাজে নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো হয়।

পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নীতিপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে। এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। প্রণয়ন করা হয়েছে জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, যা প্রতি পাঁচ বছর পর পর হালনাগাদ করা ।

নারী উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো- নির্মাণশ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস)

নারীকেন্দ্রিক সংগঠন পরিচালনা; গ্রামীণ হাটবাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি।

শ্রমিক হিসেবে পাওয়া মজুরি এবং এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়তা করছে। তাঁরা উদ্যোগী হয়ে গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, শাকসবজি চাষ, দর্জির কাজসহ নানা ধরনের আয়বর্ধক দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে চাষাবাদের জন্য জমি কিনেছেন, বাড়িঘর বানিয়েছেন। অসহায় ও দুস্থ নারীদের সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি নারীরা মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। নিশ্চিত হয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পেয়েছেন বিদ্যুৎ ও বিনোদন সুবিধা।

এলজিইডির জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি বিকশিত করেছে। এসব নারীরা স্থানীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, দুর্যোগ প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে অনেকে নির্বাচিত হয়েছে। বেড়েছে সামাজিক মর্যাদা। নারী নির্যাতন ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও শিশু জন্মনিবন্ধনে রাখছেন বিশেষ ভূমিকা। এসকল আত্মনির্ভরশীল নারীরা অন্য সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করছেন।

নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে অভিলক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা অর্জনে এলজিইডি হবে গর্বিত অংশীদার।

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠা করে মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম, যা ১৯৯৬ সালে মহিলা ফোরাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং এর ভিত্তিতে প্রণীত খসড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে এলজিইডির সকল কার্যক্রমে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে এলজিইডির প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন উদ্ভাবন ও শুদ্ধচর্চা।

২৫ সদস্য বিশিষ্ট এ ফোরামের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী। একজন জ্যেষ্ঠ নারী কর্মকর্তা ফোরামের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট ও প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ফোরামের সদস্য। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত।

ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচবছর পরপর কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন, এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মাননা দিয়ে থাকে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম।

এলজিইডিতে জেন্ডারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্প্রতি এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় "ইন্সটিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন এলজিইডি" শিরোনামে একটি কারিগরি সহায়তা

জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ

জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০০২ সালে প্রথম এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ সময় ২০০২-২০০৭ মেয়াদে সার্বিক এলজিইডি এবং পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরভিত্তিক চারটি আলাদা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা জুলাই ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদে সেক্টরভিত্তিক দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

এ দিকে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রকাশিত হওয়ায় এই নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে ৯টি কৌশলগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতা কৌশল প্রণয়ন করা হয়। কৌশলগত বিষয়গুলো হচ্ছে– নীতি অনুসরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও কর্মপরিবেশ, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন ও অর্থায়ন। এ সময়ে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাগুলো সংশোধন করা হয়, যা ২০১৪ সালের মার্চে প্রকাশিত হয়।

এর ধারাবাহিকতায় পূর্ববর্তী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৬-২০২১ মেয়াদে জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা । এতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১, সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ভিত্তি দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য রয়েছে নির্ধারিত পরিবীক্ষণ ছক। এসব ছকের মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে অগ্রগতি মূল্যায়নের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঁচবছরের জন্য জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

কারিগরি সহায়তা প্রকল্প: জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

এলজিইডির জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে "ইনস্টিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গত জানুয়ারি ২০২০-এ অনুমোদিত হয়েছে।

এলজিইডির কার্যক্রমের মূলধারায় জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় এ প্রকল্প থেকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো এলজিইডিতে জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়তা প্রদান। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কৌশল পর্যালোচনা করে এলজিইডির জেন্ডার সমতা কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণে এ কারিগরি প্রকল্প থেকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। জেন্ডার বিষয়ে এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এবং বিভিন্ন ইউনিটের ভূমিকা মূল্যায়ন করে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সে লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা হচ্ছে। প্রকল্পটি সরকারি চারটি উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ:

- এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এবং বিভিন্ন ইউনিটের সক্ষমতা মূল্যায়ন করে কার্যক্রমের মূলধারায় জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় দক্ষতা বৃদ্ধি। এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল বাস্তবায়নে সক্ষমতা উন্নয়ন।
- এলজিইডির মাঠপর্যায়ে জেন্ডার সমতাচিত্র মূল্যায়ন করে জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন। জেন্ডার ফোরাম ও জেলা পর্যায়ের জেন্ডার কমিটির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা।
- জেন্ডার সমতা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

এ প্রকল্পে মোট ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২.০৮ মিলিয়ন ডলার। এরমধ্যে এডিবি সহায়তা ২.০০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ সরকারের অংশ ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।

দিবাযত্ন কেন্দ্র

শিশুকে কাছাকাছি রেখে কোনো রকম মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ তৈরি, শিশুদের মাতৃদুগ্ধপানের অধিকার সুরক্ষা ও মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এলজিইডিতে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অফিস সময়ে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করে। পরিচালনা কমিটি তিনমাস অন্তর দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকে। শিশুদের সার্বক্ষণিক পরিচর্যার জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রে একজন সুপারভাইজার, দুইজন সহকারী সুপারভাইজার এবং পাঁচজন কেয়ারগিভার রয়েছেন। দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিসেবার বিষয়ে অভিভাবকগণের সঙ্গে পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব নিয়মিত মতবিনিময় করে থাকেন। সুশৃংখল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়। করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে শিশুদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উদযাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ২০২১ সালে দিবসটির
প্রতিপাদ্য:
"করোনাকালে নারী নেতৃত্ব
গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব"

করোনা মহামারি থেকে মুক্তি ও সমতার বিশ্ব বিনির্মাণে নারীর দৃঢ় নেতৃত্বকে প্রতিপাদ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুন্দর আগামীর জন্য নারী ও পুরুষের সমান অগ্রগতি অপরিহার্য। জীবনের সকল সিদ্ধান্তে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, সমমজুরি, সমান স্বাস্থ্যসেবা এবং সহিংসতা দূরীকরণ জেন্ডার সমতার পূর্বশর্ত। পাশাপাশি অবৈতনিক গৃহকাজ ও পরিচর্যামূলক কাজসমূহ নারী-পুরুষের মধ্যে সমবণ্টন অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে প্রচার ও সচেতনতা নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ ক্রান্তিকাল মোকাবেলায় নারী আজ সামনের সারিতে। ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে স্বাস্থ্যকর্মী, শুশ্রুষাকারী, চিকিৎসক নারীরা কাজ করছেন। নারী সংগঠন ও নারী নেত্রীগণ নিজস্ব প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে কোভিড-১৯ থেকে মুক্তি ও মোকাবেলায় সফলভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অক্সফোর্ডের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ডিজাইন ও উদ্ভাবক দলের প্রধান প্রফেসর সারাহ্ গিলবার্ট একজন নারী। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি ও করোনা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারী নেতৃত্ব অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছেন। আজকের নারীরা অনেক এগিয়েছেন। বিশ্বের ২০টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান বর্তমানে নারী। দুর্যোগকালীন আর্থসামাজিক পুনর্গঠনেও তাঁদের ভূমিকা প্রশংসিত।

আধুনিককালে নারী চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সক্ষম, যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। করোনার বিস্তাররোধে "ভয় নয়, সচেতনতাই জয়" এই নীতিতে তিনি সার্বক্ষণিক জনগণের পাশে থেকেছেন। সহজে রোগী সনাক্তকরণ ও আক্রান্তদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের কাজ তদারকি করেছেন নিবিড় মমতায়। চিকিৎসাকর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রণোদনাসহ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরি করে স্বল্পসময়ে দেশে করোনা ভ্যাকসিন আনার ব্যবস্থা করেছেন। বিনামূল্যে জনগণকে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল অনুসরণ করে সরকার সবার জন্য ভ্যাকসিন সহজলভ্য করেছে।

উল্লেখ্য, লকডাউন চলাকালে যাতে কেউ অভুক্ত না থাকে সেলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশজুড়ে দরিদ্র ও অসহায় জনগণের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। জনগণের জীবনজীবিকা সুরক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নজিরবিহীন ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সারাদেশে ৫০ লক্ষ পরিবারের মাঝে ১,২৫০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও কর্মনৈপুণ্যে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ও মৃত্যুহার অনেকাংশে কম হয়েছে।

করোনাকালীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নারী কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিত গণমাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করেছেন, অভয় দিয়েছেন এবং স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়েছেন। একাধিক স্বাস্থ্য সেবিকা নিজের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বাসায় রেখে করোনাওয়ার্ডে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশে মানব শরীরে প্রথম করোনা ভ্যাকসিন নিয়েছেন রুনু ভেরোনিকা কস্তা নামের এক সাহসী নারী। তিনি কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের একজন সিনিয়র স্টাফ নার্স। মহামারি মোকাবেলায় বাংলাদেশের নারীদের এই অসামান্য ত্যাগ, প্রস্তুতি ও নেতৃত্ব বিশ্ববাসী অনুকরণীয় নজির হিসেবে দেখছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বলেছেন, "করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে"।

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর কেড়েছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ শতকরা ৭২.৬ ভাগ জেন্ডার বৈষম্য কমাতে সক্ষম হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ)-এর ২০২০ সালে গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুসারে বিশ্বের ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম। দেড় দশক আগেও যে অবস্থান ছিল ৯১তম। ডব্লিউইএফ সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলছে, নারীর ক্ষমতায়নে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ।

নারী উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এলজিইডির রয়েছে নিজস্ব 'জেন্ডার সমতা কৌশল' ও 'কর্মপরিকল্পনা'। এ বছর এলজইডির নিজস্ব জেন্ডার বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। এসব নীতি ও পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকল্পে প্রান্তিক নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন: মাটির কাজ, রাস্তার দু'পাশে সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষ পরিচর্যা, নির্মাণশ্রমিক, নারী উদ্যোক্তা (হাট-বাজার ও বিপণি বিতানে), মৎস্যজীবী (জলমহাল/হাওর অঞ্চলে) ইত্যাদি। তাছাড়া সমান কাজে সমমজুরি, সঞ্চয় সহায়তা কার্যক্রম, নেতৃত্ব উন্নয়ন, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের ফলে সুবিধাবঞ্চিত নারীরা নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করা হলো জাতিসংঘ কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) কর্তৃক প্রেরিত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মর্যাদা লাভের চূড়ান্ত সুপারিশপত্র। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী যে রূপকল্প প্রণয়ন করেছেন নারীর ক্ষমতায়ন সেখানে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। এলজিইডির সহযোগিতায় এবং নিজস্ব চেষ্টায় সুবিধাবঞ্চিত নারীরা আজ শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসছেন। তাঁরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। নতুন সমতার বিশ্ব বিনির্মাণে এলজিইডির এই প্রচেষ্টা প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হবে।

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২১

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে বাংলাদেশ। এ পঞ্চাশ বছরের পথচলায় বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বে আজ উন্নয়নের রোল মডেল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমবেত প্রচেষ্টায় রচিত হয়েছে উন্নয়নের শক্ত ভিত। এ অভিযাত্রায় নারীর রয়েছে অনন্য ভূমিকা। নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণে নির্মিত হবে উন্নত বাংলাদেশ।

কী গ্রাম, কী শহর সবখানে নারীরা হয়ে উঠেছেন অগ্রগতির স্মারক। নিষ্ঠা, প্রত্যয় আর সাহসী উদ্যোগে পিছিয়ে পড়া অনেক প্রান্তিক নারী আজ আত্মনির্ভরশীল। তাঁদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিস্ফুটন ঘটেছে। নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। কেবল নিজে নয় অন্যদের করেছেন সাফল্যের সারথি। দেশব্যাপী সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া নারীদের ক্ষমতায়নে এলজিইডির রয়েছে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা।

এলজিইডির পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে দুস্থ ও অসহায় অনেক নারী স্বাবলম্বী হয়েছেন। অদম্য এসব নারীরা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন। এসব সফল নারীদের সম্মাননা দিয়ে আসছে এলজিইডি ২০১০ সাল থেকে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য- নারীদের সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদান এবং অন্য নারীদের উৎসাহিত করা, যাতে তাঁরা স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা পান। ২০১০ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ১১৬ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। সম্মাননা হিসেবে প্রত্যেককে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে ০৯ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

আঁখি আক্তার

ফরিদা বেগম

তাছলিমা বেগম

প্রথম আঁখি আক্তার

আঁখি আক্তার নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার কাইলাটি ইউনিয়নের স্বল্লাইকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। এলাকায় তিনি কঠোর পরিশ্রমী ও স্বাবলম্বী নারীর দৃষ্টান্ত। তাঁর আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ভিত গড়ে দিয়েছে এলজিইডির পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২)। ত্রিশের আগেই তিনি বিধবা হন। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত স্বামী মারা যান। স্বামীর ক্যান্সার চিকিৎসায় সর্বশান্ত হয়ে পড়েন। একবেলা খাবার জুটানোও কঠিন হয়ে পড়ে। তিন সন্তান নিয়ে দিশেহারা আঁখি এমন সময় এলজিইডির আরইআরএমপি-২-এর চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের সদস্য হিসেবে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পান। মজুরি, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও উদ্যোগ আঁখি আক্তারকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করে। জমানো টাকা দিয়ে হাঁস-মুরগি ও গরু পালন, শাকসবজি ও মাছ চাষের মধ্য দিয়ে দিনবদলের পথ পেয়ে যান আঁখি আক্তার। তিনি স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে যেতে চান বহুদূর। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আঁখি আক্তার আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয় ফরিদা বেগম

ফরিদা বেগম (৩২) গাইবান্ধা জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার বাজে ফুলছড়ি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি আত্মনির্ভরশীল নারীর প্রতীক। তিন সন্তান নিয়ে ভেঙ্গে যায় সংসার। বাবা-মার কাছে ফিরলেও বোঝা হয়ে থাকতে চাননি তিনি। তাই গৃহকর্মী ও কৃষিশ্রমিকের কাজ করেন। খুঁজছিলেন সন্তানদের নিয়ে বেঁচে থাকার অবলম্বন। এলজিইডি সে পথের দিশারি হয়। এলজিইডির অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে দুস্থ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) প্রকল্পের চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দল (এলসিএস)-এর সদস্য হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তারপর হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালনসহ নিজ বাড়ির আঙিনায় শাকসবজি চাষ করেন। ধীরে ধীরে তাঁর গবাদিপশু ও শাকসবজির চাষ বাড়তে থাকে। এতে অভাব দূর হয়ে সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দিতে পারছেন। আত্মবিশ্বাস ফরিদা বেগমের আশাপূরণের শক্তি হয়ে উঠেছে। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে ফরিদা বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয় তাছলিমা বেগম

গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার উলপুর ইউনিয়নের উলপুর গ্রামে দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম হয় তাছলিমার। ৮ম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই তাঁর বিয়ে হয়। মাত্র ২৮ বছর বয়সে বিধবা হন। তখন তিন সন্তানের খাদ্য জোগানোই কঠিন হয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় সন্তানদের লেখাপড়া। এলজিইডির পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২) প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ শ্রমিকের কাজ পেয়ে তাঁর দিন বদলের গল্পের শুরু। প্রকল্পের সদস্য হয়ে নানান কাজের প্রশিক্ষণ পান। পরিশ্রম করতে পিছপা হননি তাছলিমা। ধীরে ধীরে পরিবারে আয় বাড়ে, সন্তানেরা বিদ্যালয়ে ফিরে, জীবনমানের উন্নতি হয়। প্রকল্পের আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নেন তিনি। শুরু করেন হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন। একই সঙ্গে বসতভিটায় শাকসবজি চাষ করেন। পাশাপাশি বিকশিত হয়েছে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি। সমাজে তছলিমা এখন আত্মপ্রত্যয়ী নারীর প্রতীক। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে তাছলিমা বেগম তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

নগর উন্নয়ন সেক্টর

রাজিয়া খাতুন

লিপি রাণী চাকলাদার

মুনিরা বেগম

প্রথম রাজিয়া খাতুন

স্বামীর স্বচ্ছলতা আর ভালোবাসায় গড়া হবে সংসার– এরকম ভাবনা আর বাস্তবতায় যখন দুস্তর ব্যবধান, তখন তা সামলে নিজ স্বপ্নপূরণ হয়ে ওঠে কঠোর সংগ্রামের কাহিনী। যশোরের রাজিয়া খাতুন তেমনি এক লড়াকু নারী, যিনি সাহসকে পুঁজি করেই এগিয়ে চলেছেন জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। হয়ে উঠেছেন অদম্য সাহসী নারীর স্মারক। কঠিন পথ অতিক্রম করতে তিনি পাশে পেয়েছেন এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)-এর সহায়তা। দর্জি প্রশিক্ষণ শেষে একটি সেলাই মেশিন পেলে তাঁর কাজের গতি বাড়ে। নকশা করা শাড়ির প্রচুর চাহিদা থাকায় তিনি সে কাজ শুরু করেন। ঢাকায় নকশা করা শাড়ি বিক্রির জন্য পাঠাতে থাকেন। তাঁর হাতে কিছু টাকা জমলে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তিন শতক জমি কিনেন। রাজিয়া খাতুন এখন বেশ ভালো আছেন। এই অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয় লিপি রাণী চাকলাদার

ইচ্ছাশক্তি থাকলে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যায়। ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার হতদরিদ্র লিপি রাণী চাকলাদার অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য মোকাবিলা করে হয়ে উঠেছেন আত্মনির্ভরশীল নারী। সন্তানদের নিয়ে তাঁর স্বামী যখন পরিবার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন এই আত্মপ্রত্যয়ী নারী সংসারের হাল ধরেন। মাত্র তিন হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। দুর্গম এ যাত্রায় এলজিইডির নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবীদেপ) প্রকল্প তাঁকে সহায়তা দিয়েছে। প্রকল্প সহায়তায় তিনি দর্জি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন পান। তাঁর বানানো পোশাক উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এখন তিনি পোশাকের অর্ডার নেন এবং সরবরাহ করেন। লিপি রাণী চাকলাদারের আত্মনির্ভরতার পথ খুলে যাওয়ায় তিনি এলজিইডির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। অনন্য সাফল্যের জন্য লিপি রাণী চাকলাদার আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয় মুনিরা বেগম

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার বাসিন্দা মুনিরা বেগম। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় তাঁর। স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় মুনিরা প্রত্যয়ী হন নিজে কিছু করার মাধ্যমে জীবনকে বদলানোর। সে চেষ্টায় পাশে দাঁড়ায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা। এ পৌরসভায় বাস্তবায়িত এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)- তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে। ইউজিআইআইপি-৩ এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে। মুনিরা বেগম দর্জি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে প্রকল্প থেকে বাটিক, বুটিক, গরু ও ছাগলপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। দর্জির কাজ, গরু, ছাগল, কবুতর পালন, সজি চাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে তিনি স্বচ্ছল হয়ে ওঠেন। ঘুরে যায় জীবনের চাকা। পিছিয়ে পড়ে দরিদ্র থাকা যে কোনো নারীর জন্য মুনিরা বেগম এক আলোকবর্তিকা। এই সাফল্যের জন্য মুনিরা বেগম আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

মোছাঃ জেসমিন আক্তার

স্বপ্না আক্তার

রোজিনা আক্তার

প্রথম মোছাঃ জেসমিন আক্তার

স্বপ্নপূরণে এক সফল নারী মোছাঃ জেসমিন আক্তার (২৫)। জেসমিন আক্তার জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার বাউশী গ্রামের বাসিন্দা। নানা প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে জেসমিন আক্তার হয়ে উঠেছেন ভীষণ পরিশ্রমী ও সফল নারীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর আওতায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেড ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের সদস্য পদ অর্জনের মধ্য দিয়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। পাখাডুবি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেড থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নকশিকাঁথা ও চাদরের ব্যবসা শুরু করেন তিনি। এরপর ঋণ নিয়ে দর্জি ও হস্তশিল্প ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এখন জেসমিন আক্তারের বার্ষিক আয় প্রায় এক লাখ আশি হাজার টাকা। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে মোছাঃ জেসমিন আক্তার প্রথম স্থান অর্জন করেন।

দ্বিতীয় স্বপ্না আক্তার

স্বপ্না আক্তার (৩২) নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার সুয়াইর ইউনিয়নের ভরাম গ্রামের বাসিন্দা। এলজিইডির হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর জলবায়ু অভিযোজন ও জীবনমান সুরক্ষা (ক্যালিপ) কার্যক্রমের আওতায় "প্যাকেজিং ও ক্যান্ডেল মেকিং প্রশিক্ষণ" তাঁর আত্মনির্ভরতার পথ বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। প্রথম ধাপে আটশ পিস মিষ্টির প্যাকেট তৈরি করে স্থানীয় আদর্শনগর বাজারে মিষ্টির দোকানে বিক্রি করে আড়াই হাজার টাকা লাভ করেন। এর ফলে প্যাকেট তৈরির আগ্রহ বেড়ে যায়। পরবর্তীতে আদর্শনগর বাজারের ছয়-সাতটি দোকানসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বাজারের হোটেল ও মিষ্টির দোকানে প্যাকেট বিক্রি করেন। এতে আনুষাঙ্গিক খরচ বাদ দিয়ে মাসে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা আয় হচ্ছে। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন তিনি। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে স্বপ্না আক্তার দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।

তৃতীয় রোজিনা আক্তার

রোজিনা আক্তার (৩১) স্বউদ্যোগে ধূসর দিন বদলে ফেলেছেন। ঝরঝরে সোনালি দিনগুলো আজ তাঁর হাতের মুঠোয়। রোজিনা আক্তারের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার লাউরফতেহপুর ইউনিয়নের ফতেহপুর গ্রামে। অষ্টম শ্রেণির পাঠ চুকিয়ে রোজিনাকে বসতে হয় বিয়ের পিঁড়িতে। নিপীড়নের শিকার হয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন রোজিনা আক্তার। রোজিনা আক্তার ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের (হিলিপ) সহযোগী কার্যক্রম ক্যালিপ এর আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দর্জির কাজ শুরু করেন। প্রতিমাসে তাঁর তিন থেকে চার হাজার টাকা আয় হতে থাকে। পরবর্তীতে ২৪ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য নিয়ে "বাঁধন সেলাই সমিতি" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে প্রতি মাসে সঞ্চয় করেন। আত্মনির্ভরশীলতার বিশেষ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে রোজিনাআক্তার তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২১

সন		পল্লী উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১০	১ম	মোছাঃ সাবেকুন নাহার বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি *	মোছাঃ ফরিদা আক্তার কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	ইউপিপিআরপি	বীরঙ্গনা মহালদার ডুমুরিয়া, খুলনা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	২য়	মোছাঃ জাহানারা বেগম বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ পেয়ারা বেগম (নুরজাহান) হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৩য়	মায়ারাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরআরএমএআইডিপি	মোছাঃ জাহেদা খাতুন শাহজাদপুর পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	মোছাঃ সাহেদা খাতুন পাংসা, রাজবাড়ী	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১১	১ম	আছিয়া বেগম পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	আরডিপি - ১৬	মোছাঃ ফাহিমা আক্তারন হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	মর্জিনা বেগম কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	২য়	চন্দ্রমালা দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	আছিয়া কুষ্টিয়া পৌরসভা	এলপিইউপিএপি	হাজেরা বেগম লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
		রোকেয়া বেগম তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি				
	৩য়	কুলসুম নোয়াখালী	আরডিপি - ১৬	-	-	-	-
		লাইলি বেগম সদর, ঠাকুরগাঁও	আরইআরএমপি				
২০১২	১ম	মল্লিকা রাণী দাস সুবর্ণচর, নোয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	হাসিনা বেগম শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	মনোয়ারা বেগম কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	২য়	মনোয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	সাবিনা বেগম ব্রাক্ষণবাড়িয়া সদর, ব্রাক্ষণবাড়িয়া	এসটিআইএফপিপি - ২	মরিয়ম বেগম লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	৩য়	হিরা বেগম মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি - ২৪	শিউলি আক্তার জামালপুর সদর, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি - ২	আলেয়া পারভীন তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৪র্থ	এমিলি রাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি - ১৬	সালমা বেগম খুলনা শহর বস্তি এলাকা, খুলনা	ইউপিপিআরপি	আম্বিয়া খাতুন গাংনী, মেহেরপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	৫ম	শাহিনা আক্তার ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ	পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	উম্মে মাকসুমা হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	শিরিন আক্তার পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১৩	১ম	জাহেদা বেগম রাবারবাড়ি, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	শিউলি আক্তার মুসালবাদ বস্তি, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি - ২	রূপ বানু লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	২য়	সন্ধ্যা রাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি - ১৬	সোনিয়া বেগম ঢালপুর বস্তি, ঢাকা	ইউপিপিআরপি	রানু বেগম বিকোনা গ্রাম, ঝালকাঠি	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৩য়	কাজি শারমিন মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি - ২৪	নারগিস বেগম চকমুক্তার, নওগাঁ	ইউপিপিআরপি	তানজিলা খাতুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১৪	১ম	মোছাঃ আনোয়ারা বেগম দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ রুখছানা পারভিন বগুড়া	ইউপিপিআরপি	মধুরা দ্রং ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	মাহিনুর বেগম গলাচিপা, পটুয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	মোছাঃ সাহেরা বানু পাবনা	ইউজিআইআইপি - ২	জরীনা আখতার ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	সন্ধ্যা রানী আদিতমারি, লালমনিরহাট	আরআইআইপি - ২	ইতি রানী শীল ব্রাক্ষণবাড়িয়া	ইউজিআইআইপি - ২	শ্রিমতি সুদেবী মন্ডল টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২১

সন	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর			নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১৫	১ম	**মোছাঃ পেয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ বুলিনা আক্তার** বেনাপোল পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি-২	**মোছাঃ কাবিরন নেছা** সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
	২য়	**মোছাঃ মাহফুজা পারভিন** বোয়ালমারী, ফরিদপুর	এসডাব্লিউবিআরডিপি	**মোছাঃ সাহিমা বেগম** নওগাঁ পৌরসভা	ইউপিপিআরপি	**ময়না আক্তার** শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	আইডাব্লিউআরএম ইউনিট
	৩য়	**ছামেনা** রামগতি, লক্ষীপুর	আরআরএমএআইডিপি	**শামিমা নাসরিন** বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	**সুলতানা আক্তার** ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৬	১ম	**মোছাঃ রেজিয়া বেগম** নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি	**মোছাঃ শামসুন্নাহার** বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	**মোছাঃ নুরজাহান সুলতানা** মধুখালী, ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	**মোছাঃ মনোয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মেহেরুনিকা** চাঁদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	**মকলুদা খাতুন (সোমা)** সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	৩য়	**মোছাঃ খোদেজা বেগম** কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিসিএপি	**আনজুমান আরা বেগম** কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	**মোছাঃ ইসমত আরা শিল্পী** আক্কেলপুর, জয়পুরহাট	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৭	১ম	**শেফালী বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**আনোয়ারা বেগম** কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	**রতিবালা দাস** অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	**বিলকিস বেগম** মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ	আরইআরএমপি-২	**হালিমা খাতুন** কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	**রিক্তা খাতুন রিতা** কলমাকান্দা, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি
	৩য়	**সোনাভান বিবি** সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	আরইআরএমপি	**ইসলাম খাতুন** বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	**পারুল বেগম** পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় **মোছাঃ মকজকুরা বেগম** গোদাগাড়ী, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৮	১ম	**ললিতা রায়** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**বিউটি আক্তার** বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	**নুসরাত বেগম স্বপ্না** সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
	২য়	**মোছাঃ মরিয়ম বেগম** পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	আরইআরএমপি-২	**তাজনাহার আক্তার** লাকসাম পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	**রোজিনা আক্তার** ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**কুদ বানু** বিয়ানীবাজার, সিলেট	আরইআরএমপি-২	**মোছাঃ লাকী খাতুন** নাগেশ্বরী পৌরসভা	এনওবিআইডিইপি	**করফুন্নেছা** বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০১৯	১ম	**রাহেলা বেগম** পাইকপাড়া, রাজৈর মাদারীপুর	সিসিআরআইপি	**শিউলী রানী দে** বেনাপোল, যশোর	ইউপিআইআইপি-৩	**মোছাঃ মরতুজা বেগম** হাসামপুর, আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	**মোছাঃ ফরিদা** ইসলাবাড়ী, দিঘাপতিয়া, সদর, নাটোর	আরইআরএমপি-২	**জমিলা বেগম** সুজালপুর, বীরগঞ্জ দিনাজপুর	নবীদেপ	**ইতি সুলতানা** বানেশ্বরদী, নগরকান্দা ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**স্মৃতি কণা মন্ডল** শুয়াগ্রাম কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	সিসিআরআইপি	**লিলি আক্তার** ফরিদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি-২	**নূরজাহান বিবি** পাঁচন্দর, তানোর, রাজশাহী **মায়া রানী বিশ্বাস** ঠাকুর বাখাই, ফুলপুর ময়মনসিংহ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি-২ এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০২০	১ম	**আঞ্জুরা আক্তার** নেত্রকোণা সদর	আরইআরএমপি-২	**রুবি আক্তার** বান্দরবান পৌরসভা, বান্দরবান	ইউজিআইআইপি	**রুজিনা আক্তার** পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ	এইচআরএফএমএলডিপি
	২য়	**অনিতা রাণী** কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিআরআরআইপি	**মোসাঃ লাকী বেগম** বরগুনা পৌরসভা, বরগুনা	সিটিইআইপি	**লিপি বেগম** সরিষাবাড়ি, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**মোছাঃ লাভলী বেগম** জয়পুরহাট সদর	আরআরসিএমএপি	**রাফেজা আক্তার** ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নবীদেপ	**মোছাঃ ছাবিনা বেগম** মহাদেবপুর, নওগাঁ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০২১	১ম	**আঁখি আক্তার** সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি-২	**রাজিয়া খাতুন** সদর পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি-৩	**মোছাঃ জেসমিন আক্তার** সরিয়াবাড়ী, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি-২
	২য়	**ফরিদা বেগম** ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রভাতী	**লিপি রাণী চাকলাদার** ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নবীদেপ	**স্বপ্না আক্তার** মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি ও ক্যালিপ
	৩য়	**তাছলিমা বেগম** সদর, গোপালগঞ্জ	আরইআরএমপি-২	**মুনিরা বেগম** চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা, চাঁ.ন.	ইউজিআইআইপি-৩	**রোজিনা আক্তার** নবীনগর, বি. বাড়িয়া	এইচআইএলআইপি

প্রকল্পের নামঃ

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

সিসিএপি	-	ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন প্রজেক্ট
সিবিআরএমপি	-	কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট
সিসিআরআইপি	-	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
সিআরআরআইপি	-	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট
আরআরসিএমপি	-	রুরাল রোড এন্ড কালভার্ট মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরডিপি ১৬	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১৬
আরডিপি ২৪	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ২৪
আরইআরএমপি	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরইআরএমপি ২	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম ২
আরআইআইপি ২	-	সেকেন্ড রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আরআরএমএআইডিপি	-	রুরাল রোড এ্যান্ড মার্কেট এক্সেসেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসডাব্লিউবিআরডিপি	-	সাউথ ওয়েস্ট বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	-	রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি

নগর উন্নয়ন সেক্টর

সিটিইআইপি	-	কোস্টাল টাউন এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
এলপিইউপিএপি	-	লোকাল পার্টনারশীপ ফর আরবান পোভার্টি এলিভিয়েশন প্রজেক্ট
নবীদেপ	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (নবীদেপ)
এনওবিআইডিইপি	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসটিআইএফপিপি ২	-	সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রজেক্ট ২
ইউপিপিআরপি	-	আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি	-	আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি ২	-	সেকেন্ড আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

এইচআইএলআইপি (হিলিপ)	-	হাওর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
এইচএফএমএলআইপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আইডাব্লিউআরএম ইউনিট	-	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট
এইচআরএফএমএলডিপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পিএসএসডাব্লিউআরএসপি	-	পার্টিসিপেটরি স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্টর প্রজেক্ট
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ১
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ২
এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা ১)	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১